COAST Trust

# মাসিক সম্প্রীতি

UNHCR
The UN Refugee Agency

ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের ৪টি ইউনিয়ন-রাজাপালং, পালংখালী, হোয়াইকং ও হ্নীলাসহ সংশ্লিষ্ট ৮টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পরিচালিত রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের কার্যক্রমের মাসিক বুলেটিন।

১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ | কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' বজায় রাখতে সচেতনতা বেড়েছে রোহিঙ্গাদের মাঝে

*কথা বলছেন সিদ্দিক আহমেদ, মিয়ানমার হতে পালিয়ে আসা একজন রোহিঙ্গা। ছবি তুলেছেনঃ আলী আহম্মদ*

সিদ্দিক আহমেদ (৬৫) মিয়ানমারের রাখাইন স্টেটের মংডু শহরের সবুজে ঘেরা মনোরম ডুম্বাই গ্রামে বসবাস করতেন। স্ত্রী, ৮ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ ১২ জন সদস্যের পরিবার তার।কৃষিকাজ ও বাঁশ-কাঠের ব্যবসা করে কোনমতে চলত সংসারের চাকা। বাবার কাজে সহায়তার পাশাপাশি ছেলেরাও কিছু অর্থ উপার্জন করে সংসারের প্রয়োজন মেটাত, আর মেয়েরা ঘরের কাজে সহায়তা করত মা'কে । মিয়ানমার সামরিক বাহিনী রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও গণহত্যা শুরু করলে প্রাণ বাঁচাতে অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে স্বপরিবারে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। প্রথমদিকে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ীভাবে ঠাঁই হলেও এখন স্বপরিবারে ঠাঁই হয়েছে কক্সবাজারের উখিয়ার জামতলী ক্যাম্প ১৪ এর ২ নং ব্লকে। সরকার ও বিভিন্ন এনজিও সংস্থার ত্রাণ নিয়ে পরস্পর লাগোয়া জনাকীর্ণ ঝুপড়ি ঘরগুলোতে গাদাগাদি করে কোনরকমে দিন যাপন করছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে মাঝে মাঝেই আনমনা হয়ে যান, হাজারো দুশ্চিন্তা ভীড় করে মাথায়। কথাপ্রসঙ্গে বলেন, নিজেদের নিয়ে নয়, বয়স হয়েছে, ক'দিন আর বাঁচি ঠিক নেই, ছেলে-মেয়েসহ নতুন প্রজন্মের জন্যই বেশি দুশ্চিন্তা হয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা লার্নিং সেন্টারে (স্কুলে) গেলেও, উঠতি যুবক-যুবতীদের জন্য তেমন কোন কর্মসূচী না থাকায় তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। খোশগল্পে ও মোবাইলে অলস সময় কাটায়, অনৈতিক ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়, নিজেদের মধ্যে ও স্থানীয়দের সাথে ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে। কুচক্রী মহলের ফাঁদে পা দিচ্ছে, গুজবে কান দিচ্ছে এবং গুজব রটাচ্ছে।

একদিকে তাদের প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হচ্ছে, অন্যদিকে স্থানীয়দের মধ্যে তাদের প্রতি ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এর একটা টেকসই সমাধান কবে কিভাবে হবে কিছুই ভেবে পান না। এরই মধ্যে একদিন তাদের প্রতিবেশী মোঃ সেলিম তাদের কাছে এসে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের কথা জানান। 'ইউএনএইচসিআর' এর সহায়তায় 'কোস্ট ট্রাস্ট' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। যেটি কিনা প্রত্যাবাসনের আগপর্যন্ত রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে 'দ্বন্দ্ব নিরশন' ও 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে'র উন্নয়নে কাজ করছে। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে তারা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত 'সামাজিক সংযোগ কমিটির' ক্যাম্প পরিদর্শন, রোহিঙ্গা মাঝি, ইমাম ও যুবকদের সাথে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা (এফজিডি) শেষে এ আলোচনার বিষয়ে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান উন্নয়নে প্রাপ্ত সুপারিশ সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প ইন-চার্জকে অবহিত করার পাশাপাশি তার মূল্যবান মতামত এবং পরামর্শও গ্রহণ করেন। প্রকল্পের কর্মীরাও মানবিক মর্যাদা, মানবাধিকার, শরণার্থী অধিকার, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিষয়ে সচেতনতামূলক সেসন পরিচালনা করছেন। এছাড়াও বিভিন্ন বয়সী ক্যাম্প অধিবাসীদের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করছেন।

সিদ্দিক আহমেদ আরো বলেন 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আমরা মানবিক আচরণ, নিজেদের অধিকার, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব, নিজেদের মধ্যে ও স্থানীয়দের সাথে ভাল আচরণ এবং সহিষ্ণুতার শিক্ষা পেয়েছি। সবচেয়ে বড়কথা হল 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' এর প্রয়োজনীয়তা আমরা মন থেকে উপলব্ধি করছি এবং নিজেরাই এ বিষয় নিয়ে নিজেদের পরিবারে, চায়ের দোকানে ও বিভিন্ন জমায়েতে প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনা করি। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা আমাদের ইতিবাচক কর্মকান্ডে যুক্ত রাখছে, বিপথগামী হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করছে, দুশ্চিন্তা হ্রাস করছে। দুঃখভারাক্রান্ত, নিরানন্দ ক্যাম্পজীবনে একটুখানি আনন্দঘন পরিবেশ আমাদের মাঝে নতুনভাবে বাঁচার আশা জাগায়। এ ধরণের কর্মসূচী অব্যাহত রাখার পাশাপাশি তিনি যুবসমাজের জীবন দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। আর্থিক ও পরিবেশগত ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশীদের জীবনমান ও দক্ষতার উন্নয়নেও সরকার ও দাতাসংস্থারা এগিয়ে আসলে তা 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' নিশ্চিতে সহায়ক হবে বলে আলোচনায় অংশ নেয়া অন্যান্য রোহিঙ্গারাও আশাপ্রকাশ করেন।

## শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান উন্নয়নের অগ্রগতি জানতে কোহেশান কমিটির ক্যাম্প পুনঃপরিদর্শন

*কুতুপালং ক্যাম্প-১(পূর্ব ও পশ্চিম) এর সিআইসি আতিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখছেন। ছবি তুলেছেনঃ জুলফিকার হোছাইন।*

পূর্বের ক্যাম্প পরিদর্শন ও বিভিন্ন রোহিঙ্গা গ্রুপের সাথে পরিচালিত এফজিডি'র পর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান উন্নয়নের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য 'সামাজিক সংযোগ কমিটি' পুনর্বার ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় আবারো রোহিঙ্গা মাঝি, ইমাম ও

যুবকদের সাথে আলোচনায় বসেন। এ সময় বিভিন্ন রোহিঙ্গা দলের কাছে আলাদা আলাদাভাবে প্রশ্ন করা হয়- তারা যার যার অবস্থানে থেকে কি কি দায়িত্ব পালন করছেন? রোহিঙ্গা মাঝিরা বলেন, আমরা সবসময় সতর্ক থাকি যেন আমাদের নিজেদের মাঝে এবং স্থানীয়দের মাঝে কোন সমস্যা তৈরি না হয়। প্রত্যেক মাঝি যার যার ব্লকের বাসিন্দাদের নিয়ে নিয়মিতভাবে এ নিয়ে আলোচনা করেন। কোন সমস্যা তৈরি হলে নিজেদের মধ্যে সমাধান করে ফেলি না হলে সাইট ম্যানেজমেন্ট ও ক্যাম্প ইন-চার্জের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করি। রোহিঙ্গা ইমামরা বলেন, আমরা মসজিদে খুতবায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঝামেলা এড়িয়ে কিভাবে থাকা যায় তা নিয়ে আলোচনা করি। ক্যাম্পের নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্য বলি। রোহিঙ্গা যুবকেরা বলেন, আমরা ঝামেলা এড়াতে ক্যাম্পের ভেতরে ও নিজেদের ব্লকের আশেপাশেই অবস্থান করি। কারো প্ররোচনায় বা পাতা ফাঁদে পা দেই না। সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দিই ও সবার সাথে ভালো আচরণ করি। অতপর কোহেশন কমিটি ক্যাম্প ইন-চার্জের সাথে ডিব্রিফিং মিটিংয়ে বসেন এবং প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন। রোহিঙ্গা সংক্রান্ত অঘটন যত কম ঘটবে এবং সিআইসি অফিসে অভিযোগ যত কম আসবে ততই 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের কার্যকারিতা বোঝা যাবে বলে সিআইসিগণ মন্তব্য করেন। পাশাপাশি তারা এ প্রকল্পের ধারণা এবং কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

## ক্যাম্প পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে রোহিঙ্গাদের মাঝে

*ক্যাম্প ২১, হোয়াইক্যং, টেকনাফে রোহিঙ্গা যুবকদের মধ্যে ফুটবল খেলা চলাকালীন মুহূর্ত। ছবি তুলেছেন ঃ আহমদ উল্লাহ।*

বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন মোঃ সিরাজুল হক, সহকারী সিআইসি, ক্যাম্প ২১,২২, হোয়াইক্যং, টেকনাফ। ছবি তুলেছেনঃ আহামদ উল্লাহ ।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্পের উদ্যোগে উখিয়া ও টেকনাফের মোট ৪ টি ক্যাম্পে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোহিঙ্গাদের নিজেদের মাঝে সম্পর্কোন্নয়ন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের চর্চা, তাদের মাঝে তৈরি হওয়া হতাশা দূর করা, রোহিঙ্গা শিশু, তরুণ ও বয়স্কদের অলস সময় সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আনন্দ দান, অসামাজিক ও অপরাধমুলক কর্মকান্ড হতে বিরত রাখা প্রভৃতি লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ সকল প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।

রোহিঙ্গা কিশোর কিশোরীদের জন্য গান, ছড়া ও কৌতুক বলা, উপস্থিত বক্তব্য প্রদান, মিউজিক বল খেলা, দৌঁড় প্রতিযোগীতার আয়োজন ছিল। তরুণদের জন্য ছিল ফুটবল খেলা, দৌঁড় প্রতিযোগীতা এবং বয়স্কদের জন্যও দৌঁড় প্রতিযোগীতা এবং বাস্কেট বল খেলার আয়োজন ছিল। প্রত্যেকটি ক্যাম্পে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পের ক্যাম্প ইন চার্জ, সাইট ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধি,রোহিঙ্গা মাঝি, ইমাম ও বিভিন্ন বয়সী রোহিঙ্গারা উপস্থিত থেকে এসকল প্রোগ্রাম উপভোগ করেন। এ সময় ক্যাম্পের রোহিঙ্গাদের মাঝে এক আনন্দঘন এবং উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এবং তারা এসকল অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে আয়োজনের জন্য অনুরোধ জানান। প্রতিযোগীতার শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং শান্তিপূর্ণভাবে থাকার জন্য খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় ক্যাম্প ১৪ (হাকিম পাড়া) ও ক্যাম্প ১৫ (জামতলী) এর ক্যাম্প ইন-চার্জ কাজী ফারুক বলেন, "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য এ ধরণের কর্মসূচীর প্রয়োজন আছে। সেইসাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেও এ ধরণের আয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।"

**২০১৯ খ্রিঃ অক্টোবর মাসের কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহঃ**

| ক্রম | কাজের নাম | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন |
|---|---|---|---|
| ০১ | শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালিত সেশন সংখ্যা | ৬ | ৩ |
| ০২ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | ৪ | ৪ |
| ০৩ | সোস্যাল কোহেশন কমিটির ফলোআপ ক্যাম্প ভিজিট ও ক্যাম্প ইন-চার্জের সাথে ডিব্রিফিং মিটিং | ৮ | ৮ |
| ০৪ | ক্যাম্প পর্যায়ে সেশন | ২০ | ২০ |
| ০৫ | ক্যাম্প পর্যায়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | ৪ | ৪ |
| ০৬ | শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সরঞ্জাম বিতরণ | ২৫ | ২৫ |

**এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও ছবি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীবৃন্দ।**

**প্রয়োজনে আরো তথ্য ও যোগাযোগের জন্যঃ**

**শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্প, কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র**
**ফোনঃ০৩৪১-৬৩১৮৬, ফ্যাক্সঃ০৩৪১-৬৩১৮৯,**
**মোবাইলঃ০১৭১৩-৩২৮৮২৭**

**ই-মেইলঃ**jahangir.coast@gmail.com

**ওয়েবসাইটঃ** www.coastbd.net